

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ

# নয়া জামানা

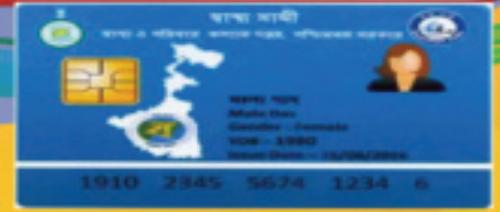
সাক্ষ্য সংস্করণ

২০ ফাল্গুন ১১৪৩২ ১১ সোমবার ৫ মার্চ ২০২৬ ১১ ম বর্ষ ২৭৪ সংখ্যা ১৫ পাতা

## মেডিকা নার্সিং হোম



স্বাস্থ্যসার্থী কার্ডের সুবিধা রয়েছে



24/7 EMERGENCY SERVICE



24x7 Emergency Service and Care

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

ই.সি.জি.

ইউ.এম.জি

গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি

রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি.

ডিজিটাল এক্স-রে

ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট

(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 / 8637023374 / 8917598976



## বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ

# নয়া জামানা

সাপ্তাহিক সংস্করণ

২০ ফাল্গুন ১৪৩২। সোমবার ৫ মার্চ ২০২৬। ১ ম বর্ষ ২৭৪ সংখ্যা ১৫ পাতা

‘ভারতের অতিথির উপর হামলা’, রণতরী ধ্বংসে ‘নীরব’ মোদির উপর চাপ বাড়াল ইরান



বিহারে এবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী! রাজ্যসভায় যাচ্ছেন, জানিয়ে দিলেন নীতীশ



ইজরায়েলের পরমাণু কেন্দ্রে হামলার হুঁশিয়ারি ইরানের! মধ্যপ্রাচ্যে এবার পরমাণু লড়াইয়ের আশঙ্কা



## যুদ্ধের কালো মেঘ এবার দিল্লির আকাশে!

# ইজরায়েলি দূতাবাসে হামলার হুঁশিয়ারি তেহরানের

নয়া জামানা ডেস্ক ৪ পাঁচ দিন ধরে যুদ্ধের লেলিহান শিখায় জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য। আমেরিকা ও ইজরায়েলের লাগাতার আক্রমণের পালটা জবাব দিতে এবার যুদ্ধের ময়দানকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিল ইরান। তেহরানের এই চরম হুঁশিয়ারির পর খোদ ভারতের বৃহৎ যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনাচ্ছে।

নয়া দিল্লিতে অবস্থিত ইজরায়েলি দূতাবাসে হামলা হতে পারে; এমন আশঙ্কায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কূটনৈতিক মহলে। সংঘাতের সূত্রপাত গত শনিবার, যখন আমেরিকা ও ইজরায়েল ইরানের ওপর যৌথ আক্রমণ শুরু করে। এর রেশ ধরে লেবানন সীমান্ত দিয়ে ইজরায়েলে হামলা চালায় ইরান সমর্থিত গোষ্ঠী হেজবোল্লা। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র অভির্শে আদারি লেবাননে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত ও কর্মীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়ার চরম সময়সীমা বা ‘ডেডলাইন’ বেঁধে দেন। অন্যথায় দূতাবাসে সরাসরি হামলার হুমকি দেয় তেল আভিভ। এই হুমকির পর বুধবার মুখ খোলেন ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর মুখপাত্র আবোলফজল শেকারচি। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, যদি ইজরায়েল লেবাননে



ওয়ারিবহাল মহল। ভারতের সঙ্গে ইরানের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও, যুদ্ধের এই আবহে সেই সম্পর্ক কতটা অটুট থাকবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। যুদ্ধ কেবল স্থলেই সীমাবদ্ধ নেই, জলভাগেও ছড়িয়েছে উত্তাপ। বুধবার ভারত মহাসাগরে শ্রীলঙ্কার উপকূল থেকে মাত্র ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে ইরানি যুদ্ধজাহাজ ‘আইআরআইএনএস ডেনা’-এর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় মার্কিন ডুবোজাহাজ। এই ঘটনায় ৮৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৪৮ জন নিখোঁজ। শ্রীলঙ্কার নৌসেনা ৩২ জনকে উদ্ধার করলেও রণতরীটি কার্যত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। নিজের দেশের রণতরী ধ্বংসের পর তেহরান যে আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য। ভারত মহাসাগরের এই হামলা ভারতের জলসীমার অত্যন্ত কাছে হওয়ায় নয়া দিল্লির ওপর কৌশলগত চাপ বাড়ছে। একদিকে ইজরায়েলের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব, অন্যদিকে ইরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের জ্বালানি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক; এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে ভারত এখন এক কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সন্মুখীন।

ইরানের কোনো কূটনৈতিক ভবনে আঘাত হানে, তবে তার ফল হবে ভয়াবহ। শেকারচি বলেন, ক্ষুদ্র ইজরায়েল যদি এই স্পর্ধা দেখায়, তবে বিশ্বের প্রতিটি কোণায় থাকা ইজরায়েলি দূতাবাস আমাদের লক্ষ্যবস্তু হবে। আমরা বিশ্বজুড়ে হামলা চালাব ইরানের এই ‘বিশ্বজুড়ে হামলার’ প্রচলন হুমকির পরই ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ১৯৯২ সাল থেকে দিল্লিতে ইজরায়েলের দূতাবাস রয়েছে, যেখানে বর্তমানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত রুভেন আজার। অন্তত ২০০ জন কর্মী সেখানে কাজ করেন। যদিও শেকারচি দাবি করেছেন যে আমেরিকা ও ইজরায়েল ছাড়া অন্য কোনো দেশের প্রতি ইরানের শত্রুতা নেই, কিন্তু ইজরায়েলকে ‘শিক্ষা দিতে’ ভারতের মাটিতে অবস্থিত দূতাবাসে হামলা চালানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না

থেকে মাত্র ৪০ নটিক্যাল মাইল দূরে ইরানি যুদ্ধজাহাজ ‘আইআরআইএনএস ডেনা’-এর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় মার্কিন ডুবোজাহাজ। এই ঘটনায় ৮৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ১৪৮ জন নিখোঁজ। শ্রীলঙ্কার নৌসেনা ৩২ জনকে উদ্ধার করলেও রণতরীটি কার্যত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। নিজের দেশের রণতরী ধ্বংসের পর তেহরান যে আরও বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য। ভারত মহাসাগরের এই হামলা ভারতের জলসীমার অত্যন্ত কাছে হওয়ায় নয়া দিল্লির ওপর কৌশলগত চাপ বাড়ছে। একদিকে ইজরায়েলের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব, অন্যদিকে ইরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের জ্বালানি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক; এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে ভারত এখন এক কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সন্মুখীন।

## নাগরিকত্বের নামে রাজনীতির খেলা বীণাপাণি দেবীর তিরোধান দিবসে বিজেপিকে তোপ মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক বড়মা বীণাপাণি দেবীর তিরোধান দিবসে মতুয়া আবেগকে ছুঁয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৩ লক্ষ নাম বাদ পড়া এবং তার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলার বহু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম ‘বিচারার্থীন’

বা এসআইআর পর্যায়ে থাকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ অভিযোগ, নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে আসলে মতুয়াদের নিয়ে রাজনীতির খেলা চলছে। এদিন সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চক্রান্তেই আজ মতুয়া ভাই-বোনদের এক অস্থির ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে ঠেলে

দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, যাঁরা পুরুষানুক্রমে এদেশের নাগরিক, যাঁদের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়, আজ তাঁদের নতুন করে ‘নাগরিকত্ব’ দেওয়ার নামে অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করানো হচ্ছে কেন? এসআইআর-এর মাধ্যমে হচ্ছে করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে মতুয়াদের পরিচয় নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বলে তিনি গর্জে ওঠেন।

## রাজ্যসভা নির্বাচন

### বিধানসভায় মনোনয়ন জমা তৃণমূলের

নয়া জামানা ডেস্ক ৪ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার পর, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় গিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন রাজীব কুমার, কোয়েল মল্লিক, বাবুল সুপ্রিয় এবং মেনকা গুরুস্বামী। একই দিনে বিজেপির তরফে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন রাহুল সিনহা। অভিজ্ঞ প্রশাসক থেকে শুরু করে গ্ল্যামার জগত ও আইন জগতের দিকপালদের প্রার্থী করে তৃণমূল তাদের সংসদীয় রণকৌশলে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে। বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই বিধানসভায় পৌঁছে যান রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার। মাদার টেরেসার উক্তি স্মরণ করে তিনি জানান, ত আমি মনে করি না, ভগবান আমাকে এমন কোনো দায়িত্ব দিতে পারে, যা আমি পালন করতে পারব না। অন্যদিকে, টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের রাজনীতিতে পদার্পণ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা তুঙ্গে ছিল। এদিন স্বামী নিসপাল সিং রানেকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে এসে কোয়েল বলেন, তববার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পেলে এই যাত্রা সফল হবে। আমি সাধ্যমতো দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব। এছাড়া প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীও এদিন তাদের মনোনয়ন দাখি



ল করেন নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ৫ মার্চ মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। ৬ মার্চ জমা পড়া আবেদনগুলি যাচাই করা হবে এবং ৯ মার্চ নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন ধার্য করা হয়েছে। যদি কোনো আসনে একজনই প্রার্থী থাকেন, তবে সেক্ষেত্রে ভোটাভুটির প্রয়োজন হবে না। আগামী ১৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের ৫টি আসনসহ দেশের ১০টি রাজ্যের মোট ৩৭টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগামী ২ এপ্রিল পাঁচজন রাজ্যসভা সাংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তৃণমূলের সাক্ষেত গোখলে, ঋতরত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরত বন্ডীর পাশাপাশি সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মেয়াদও একই দিনে শেষ হচ্ছে। এছাড়া মৌসম বেনজির নূর আগেই ইস্তফা দিয়েছেন। এই পাঁচটি শূন্য আসনেই নতুন করে প্রতিনিধি পাঠানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও মহারাষ্ট্র (৭), ওড়িশা (৪), তামিলনাড়ু (৬), অসম (৩), বিহার (৫), ছত্তিশগড় (২), হরিয়ানা (২), হিমাচল প্রদেশ (১) এবং তেলঙ্গানার (২) মতো রাজ্যগুলোতেও একই সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

## হোলির রাতে মানিকচকে রক্তাক্ত কাণ্ড, গুলি ও গণধোলাইয়ে মৃত্যু দুজনের

নয়া জামানা, মালদহ ৪ নেহোলির আনন্দ মুহূর্তেই আতঙ্কে পরিণত হল মালদহের মানিকচকে। গুলি চলা ও গণধোলাইয়ের ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও তিনজন মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের মানিকচক থানার মথুরাপুর এলাকায়। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় রেশন ডিলার সমীর দাশগুপ্ত (৬২) এবং গুলিবিদ্ধ নাবালক সমর রজক (১৪)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হোলির রাতে মানিকচকের মথুরাপুর কাহাড়পাড়া এলাকায় সমীর দাশগুপ্তের নাবালক ছেলের সঙ্গে এলাকার কয়েকজন যুবকের বচসা শুরু হয়। সেই সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অভিযুক্ত নাবালক বাড়িতে থাকা একটি বন্দুক থেকে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলিতে চারজন গুরুতর আহত



হন। এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ থামবাসীরা সমীর দাশগুপ্তকে ধরে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একই সঙ্গে গুলিবিদ্ধদেরও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোররাতে চিকিৎসক সমীর দাশগুপ্ত ও সমর রজককে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত নাবালক পলাতক বলে জানা গেছে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে মানিকচক



# যুদ্ধ জাহাজের শৌচাগারে লম্বা লাইন!

নয়া জামানা ডেস্ক : ইরানকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র যখন পশ্চিম এশিয়ায় কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় নৌ ও বিমান শক্তি জড়ো করছে, তখন বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক ও ব্যয়বহুল বিমানবাহী রণতরী, এর ভেতরে চলছে এক অস্বস্তিকর বাস্তবতা। প্রায় ৫,০০০ নাবিক নিয়ে সমুদ্রে টানা আট মাস কাটানোর পর জাহাজটিতে দেখা দিয়েছে গুরুতর প্লাস্টিং ও টয়লেট সংকট। ফোর্ড গত বছরের জুন থেকে সমুদ্রে রয়েছে। সাধারণত শান্তিকালে একটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরীর মোতায়নকাল ছয় মাসের বেশি হয় না। কিন্তু ইরানকে ঘিরে উত্তেজনার জেরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন দ্বিতীয়বারের মতো এর মিশন বাড়িয়েছে। ফলে দায়িত্বকাল ১১ মাস পর্যন্ত গড়াতে পারে; যা মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য এক নজিরবিহীন দীর্ঘ মোতায়ন হতে পারে। ১৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই রণতরীর টয়লেট ব্যবস্থা

ভ্যাকুয়াম-ভিত্তিক। প্রায় ৬৫০টি টয়লেট একটি জটিল সাকশন সিস্টেমের মাধ্যমে যুক্ত। সমস্যা হলো, একটি অংশে ত্রুটি দেখা দিলে সেই সেকশনের সব টয়লেটই অকেজো হয়ে যেতে পারে। রক্ষণাবেক্ষণ দেরি হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যমে ব প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাইপলাইনে টি-শার্ট থেকে শুরু করে চার ফুট লম্বা দড়ি পর্যন্ত আটকে থাকার ঘটনা ধরা পড়েছে। সবচেয়ে সাধারণ ত্রুটি হচ্ছে টয়লেটের পেছনের একটি যন্ত্রাংশ টিলে হয়ে যাওয়া। সমুদ্রে দীর্ঘ সময় থাকার ফলে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেড পিছিয়ে যায়। ফলে ছোটখাটো ত্রুটি বড় সমস্যায় রূপ নেয়। নাবিকদের



একাংশ জানাচ্ছেন, সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে টয়লেট ব্যবহারের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ইঞ্জিনিয়াররা প্রায় দিন-রাত কাজ করছেন লিক ও ব্লকজ টিলে হয়ে যাওয়া। সমুদ্রে দীর্ঘ সময় থাকার ফলে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও আপগ্রেড পিছিয়ে যায়। ফলে ছোটখাটো ত্রুটি বড় সমস্যায় রূপ নেয়। নাবিকদের

সীমিত যোগাযোগ, এবং বারবার মোতায়ন বাড়ানো; সব মিলিয়ে হতাশা বাড়ছে। এক নাবিক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অনেকে এই মিশন শেষ হলেই নৌবাহিনী ছাড়ার কথা ভাবছেন। এদিকে ওয়াশিংটন বর্তমানে পশ্চিম এশিয়ায় এক ডজনের বেশি যুদ্ধজাহাজ মোতায়ন করেছে; একটি বিমানবাহী রণতরী নয়টি ডেস্ট্রয়ার এবং তিনটি লিটোরাল কমব্যাট শিপ। একই সময়ে দুইটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরীর মধ্যপ্রাচ্যে উপস্থিতি বিরল ঘটনা ইরানকে ঘিরে সত্ত্বা সংঘাতের আবহে এই বিশাল সামরিক প্রস্তুতি একদিকে কৌশলগত বার্তা দিচ্ছে, অন্যদিকে ফোর্ডের মতো সুপার-ক্যারিয়ারের ভেতরে জমে উঠছে ক্লান্তি, যান্ত্রিক ত্রুটি ও মানবিক অস্বস্তির গল্প। যুদ্ধের ছায়া যত ঘন হচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে; সমুদ্রে টানা মাসের পর মাস থাকা শুধু কৌশলগত সিদ্ধান্ত নয়, তা হাজার হাজার নাবিকের দৈনন্দিন জীবনের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে।

# কোন বই কেমন প্রভাব ফেলে মনে?



নয়া জামানা ডেস্ক : এ মলাট থেকে ও মলাট। তার মধ্যেই রাখা ঐশ্বর্য। সে স্বাদ যে পেয়েছে, সে-ই জানে! আর সে স্বাদে যে একবার মজেছে, এ জীবনে তার আর ছুটি নেই! ধৈর্য কমেতে পারে, বইয়ের রকম বদলাতে পারে, পাল্টাতে পারে তার ধরন। তবু সে কাণ্ডজে বই-ই হোক বা একালের ই-বুক, খবরের দুনিয়ায় মিলে যাওয়া মনের মতো লেখা কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় গল্পের পাতা, পড়ার খিদে ঠিক কোনও না কোনওটাকে খুঁজেই নেয়। কথায় বলে, মনের খিদে মোটানোর সেরা উপায় বই। নিখাত ভাবছেন ক্লিশে, এসব কে না জানে! কিন্তু মনের একেক রকম প্রয়োজনে যে একেক রকম বই সত্যিই আপনার প্রিয় সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে, জানতেন? জীবনযাপনের ধরন যৌদিকে গড়িয়েছে, স্ট্রেস এখন নিত্যসঙ্গী প্রায় সকলেরই। হাল্কা মেজাজের গল্পের বই, প্রেমের উপন্যাস মন ভাল করে দিতেই পারে। মন ফুরফুরে হয়ে উঠলে মানসিক চাপও কমবে, উদ্বেগের থেকেও রেহাই মিলে যাবে কিছুক্ষণের জন্য। নিউরোসায়োলজি বা সিবিটি (কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি) গাইড জাতীয় বই আপনার ভাবনার ধরনকে বদলে দিতে সাহায্য করে। তাতেও মনের চাপ বা উদ্বেগ কমানো সম্ভব। এছাড়া, সেন্স হেল্প বা মোটিভেশন জাতীয় বই কিংবা একই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বই মন থেকে উদ্বেগ মুছে দিতে পারে একটু একটু করে। একাকীত্বের সঙ্গী একা হয়ে পড়েছেন? ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন অবসাদে বা বিষমতায়? মন ভাল করা গল্পের বই, জীবনী, রহস্য-রোমাঞ্চ বা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, ফ্যান্টাসি কিংবা বাস্তবে কারও অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসার কাহিনি হয়ে উঠতে পারে মোক্ষম দাওয়াই। এ ধরনের বই, তার গল্প মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে টেনে রাখে যে বিষমতা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হয় বেশ খানিকটাই। একা হয়ে পড়েছেন? ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন অবসাদে বা বিষমতায়? মন ভাল করা গল্পের বই, জীবনী, রহস্য-রোমাঞ্চ বা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, ফ্যান্টাসি কিংবা বাস্তবে কারও অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসার কাহিনি হয়ে উঠতে পারে মোক্ষম দাওয়াই। এ ধরনের বই, তার গল্প মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে টেনে রাখে যে বিষমতা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হয় বেশ খানিকটাই। একা হয়ে পড়েছেন? ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন অবসাদে বা বিষমতায়? মন ভাল করা গল্পের বই, জীবনী, রহস্য-রোমাঞ্চ বা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, ফ্যান্টাসি কিংবা বাস্তবে কারও অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসার কাহিনি হয়ে উঠতে পারে মোক্ষম দাওয়াই। এ ধরনের বই, তার গল্প মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে টেনে রাখে যে বিষমতা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ হয় বেশ খানিকটাই। নিউরোসায়োলজি বা সিবিটি-নির্ভর বেশ কিছু গাইডবুক বা হাতেকলমে শেখার ওয়ার্কবুক ধাঁচের বই মনোসংযোগের সমস্যা কমিয়ে দিতে সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের বইগুলোতে বেশ কিছু উপায় বা হাতেকলমে অভ্যাস করার মতো পদ্ধতি বলা থাকে, যা মেনে চললে অ্যাটেনশন ডেফিসিটের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। এ ছাড়া একই ধরনের সমস্যা নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জার্নালও এ ক্ষেত্রে উপকারী হয়ে উঠতে পারে। হতাশা বা নেতিবাচক মানসিকতা থেকে আপনাকে বার করে এনে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতেও কিন্তু বইয়ের জুড়ি নেই! নানা ধরনের মোটিভেশনাল বা সেল হেল্প জাতীয় বই রয়েছে, যা আপনার মনের মধ্যে থেকে নেতিবাচকতার বীজ উপড়ে ফেলে ইতিবাচক করে তুলতে পারে। বিভিন্ন সফল মানুষের জীবনী বা আত্মজীবনী আপনাকে এগিয়ে দিতে পারে আত্মবিশ্বাসের দিকে। প্রেম বা সম্পর্কের গল্প পড়ার অভ্যাস মনের মধ্যে মেলামেশার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়, অন্যদের সঙ্গে মিশতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সেটাও কিন্তু আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারে। থ্রিলার বা গোয়েন্দা কাহিনি কে না ভালবাসে! কিন্তু জানেন কি, আপনার মস্তিষ্কে সচল করে তুলতেও তার ভূমিকা কিন্তু নেহাত কম নয়! নিয়মিত এই ধরনের বই পড়ার অভ্যাস যে কোনও বিষয় খতিয়ে দেখা কিংবা তলিয়ে ভাবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারে। আর ব্রেনের নিয়মিত এক্সারসাইজ হলে তারও যে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, সে তো বলাই বাহুল্য! বইকে তবে সত্যিই মনের দোসর বলা চলে, কী বলেন?

# ঘরোয়া টোটকায় সহজে উঠবে অবাধ্য রঙ

নয়া জামানা ডেস্ক : দোল মানেই রঙের উৎসব। শুধু তো রংবেরঙের আবির্ভাব নয়, কারওর কাছে রং মেখে ভূত না হলে যেন দোলের মজাই মাটি! বাঁদুরে রং দিয়ে চুটিয়ে দোল খেলা না হয় হল, কিন্তু হাতে-মুখে যে অবাধ্য রং চেপে বসেছে, তা তোলা কি কম ঝড়ির! আবির্ভাব বা রং যাই মাখুন না কেন, সবচেয়েই থাকে ক্ষতিকর রাসায়নিক। বাজার চলতি ভেজ রঙের গুণমান নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। তাছাড়া রং বা আবির্ভাব কোনওটাই ত্বকের জন্য ভাল নয়, দীর্ঘক্ষণ লেগে থাকলে নানা সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় সাবান বা ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধোয়ার পরও রং উঠতে চায় না, উল্টে ত্বকের শুষ্কতা বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে ত্বকের ধরন অনুযায়ী ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করতে পারেন। রং তুলতে পাতিলেবু ব্যবহার করলে খুব ভাল উপকার পাওয়া যায়। পাতিলেবু হল ভেজ প্রাকৃতিক ব্লিচিং। এতে যে কোনও ধরণের দাগ খুব তাড়াতাড়ি উঠে যায়। মুখে পাতিলেবুর রস লাগানোর পর ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকে রঙের পরিমাণ কম হোক বা বেশি, রং তোলার যাদুমন্ত্র হল কাঁচা দুধ। কিছুটা পরিমাণ তুলে দুধে ভিজিয়ে তারপর হালকা করে পরিষ্কার করুন। দেখবেন সহজেই রং উঠে যাবে। স্বাভাবিক ত্বক হলে মধু, ক্যালামাইন লোশন ও রোজ ওয়াটার মিশিয়ে প্যাক



বানান। তৈলাক্ত ত্বকে মূলতানি মাটি, গ্লিসারিনের ও সি সল্টের প্যাক ব্যবহার করুন। আর ত্বকে শুষ্কভাব বেশি থাকলে ময়দা, দুধ, গ্লিসারিন দিয়ে ১০ মিনিট রাখুন। যে কোনও ত্বকে টক দই ও বেসনের প্যাকও লাগাতে পারেন। সমপরিমাণ বেসন ও চালের গুঁড়োর সঙ্গে হলুদ গুঁড়ো ও গোলাপ জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে ত্বকে লাগাতে পারেন। পেস্টটি খানিক শুকিয়ে গেলে ঘষতে থাকুন। এতে স্ক্র্যা বের কাজ হবে। ১০ মিনিট পর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এছাড়া মুখে ব্রণ থাকলে কমলালেবুর খোসার সঙ্গে দুধ, মুসুর ডাল ও বাদামের প্যাক লাগাতে পারেন। এটি ত্বক পরিষ্কার করার পাশাপাশি ত্বকের উজ্জ্বলতাও বাড়াবে। হোলির পরে ত্বককে ময়শ্চারাইজ করা খুবই প্রয়োজন। যার জন্য একটি পাত্রে ১ চা চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে কলা এবং চন্দনের গুঁড়া, গোলাপের পাপড়ির গুঁড়া এবং এক চিমটে হলুদ ও দই নিন। প্যাকটি ভাল করে মিশিয়ে মুখে, ঘাড়ে লাগান। কমপক্ষে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এতে রং খেলার পর মুখে ফুটে উঠবে সতেজ ও উজ্জ্বলভাব।

# জল খেলেই হুহু করে কমবে ওজন!

নয়া জামানা ডেস্ক : বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষই স্বাস্থ্য সচেতন, জিম করেন। আবার অনেকেরই লক্ষ্য থাকে রোগা হওয়ার, মেদ ঝরানোর। আর এই বিষয়ে নানা সময় নানা টিপস দেখা যায়। সেগুলোর অন্যতম হল, জল খেলেই না ওজন কমে। কিন্তু সেটা কি সত্যি? এই কথা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই, সুস্থত্বের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা জরুরি। শরীর থেকে টক্সিন বের করে দিতে জল ভীষণ সাহায্য করে। একই সঙ্গে হজম ক্ষমতা বাড়ায়। কিন্তু তাই বলে কি এটি ওজন কমাতেও সাহায্য করে? জল খাওয়ার পরিমাণ বাড়ালে ওজন কমে? নাকি এটা করে একটি পার্সিচারি বা ক্যাটালিস্টকে মূল চরিত্রের রূপ দিতে চাইছেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞদের কী মত জেনে নিন। চিকিতসকদের মতে, জল সত্যিই ওজন কমাতে সাহায্য করে। জল নিজে থেকে মেদ ঝরায় না। কিন্তু দ্রুত, সহজে মেদ ঝরিয়ে ওজন কমাতে অবশ্যই সাহায্য করে জল। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা? জল একা ওজন কমাতে পারে না। তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজন সঠিক ডায়েট, ব্যায়াম। কিন্তু তাই জন্য জলকে অবহেলা করলেও চলবে না। আপনার ওজন কমানোর

লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, এবং সময়ের সঙ্গে একটা ভাল রুটিন মেনে চলার জন্য জল পান করা খুবই জরুরি। ১. জল খিদেকে নিয়ন্ত্রণ করে। খিদে কমায়ে জল। খেতে বসার আগে এক গ্লাস করে জল খাওয়া উচিত। এতে তুলনায় কিছুটা হলেও কম খাবার খাবেন। ২. সোডা বা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার বদলে, জল খান। কারণ আগের দুটোতে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু জল স্বাস্থ্যের জন্য ভাল বলে, যত ইচ্ছে তত জল খেয়ে যাবেন? সেটা কি ঠিক? না, বাড়াবাড়ি কোনও কিছুই ভাল নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়া, হাইড্রেটেড থাকা জরুরি। কিন্তু বেশি জল খাওয়া নয়। অতিরিক্ত জল খেলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা কমে যেতে পারে। এমনকী সেটা মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। এই একই কারণে হার্টের অসুখ থেকে কিডনি ফেলিওর, নার্ভের সমস্যা, লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই রোজ ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাওয়া উচিত। খাবার খাওয়ার আগে এক গ্লাস করে জল খান। কিন্তু তার বেশি নয়। এছাড়া হাইড্রেটেড থাকতে চাইলে লেবু জল, জিরে জল, গ্রিন টি, গরম জলে দারচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন।



# নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমি

## একটি স্বপ্নের অঙ্কুরোদগম

দিলীপ তালুকদার ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর



চেয়ারম্যান

নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমি



বাংলার উত্তরবঙ্গের জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। এখানকার মেঠো পথ, দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠ আর শান্ত জনপদ একসময় আধুনিক মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য হাহাকার করত। বিশেষ করে বংশীহারি ব্লকের মতো প্রান্তিক এলাকায় ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার সুযোগ ছিল বিলাসিতার সমান। কিন্তু পরিবর্তন আসে ২০১২ সালে। একটি ছোট চারাগাছ রোপিত হয়েছিল যা আজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। 'নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমি' (ঔল্লঙ্ক)-নামটি আজ কেবল একটি স্কুল নয়, এটি হাজারো পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

### ২০১২-এর সেই ভিত্তিপ্রস্তর

যেকোনো বড় সাফল্যের পেছনে থাকে কঠোর সংকল্প। ২০১২ সালে যখন খাদিকুল ইসলাম এবং রাসনাউল আলম এই বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন, তখন তাদের সামনে ছিল পাহাড়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। পরিকাঠামোর অভাব, সচেতনতার অভাব-সবটুকু জয় করে তারা প্রতিষ্ঠা করেন এই অ্যাকাডেমি। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ-গ্রামের শেষ প্রান্তে থাকা শিশুটিও যেন বিশ্বমানের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা পায়। শুরুটা ছিল একদম বিনম্র। মাত্র ১২০ জন শিক্ষার্থী এবং হাতেগোনা ১৮জন কর্মীকে নিয়ে পথচলা শুরু হয়। তখন হয়তো কেউ ভাবেনি যে এক দশকের মাথায় এই সংখ্যাগুলো কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। আজ ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি, বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৯৩০-এ পৌঁছেছে। এটি প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা কতটা গভীর।

অ্যাকাডেমিক কাঠামোঃ নার্সারি থেকে

### দশম শ্রেণি

একটি শক্ত ইমারত গড়তে হলে যেমন মজবুত ভিত প্রয়োজন তেমনি একটি জাতির ভবিষ্যৎ গড়তে প্রয়োজন সুপারিকল্পিত একাডেমিক কাঠামো। নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমি নার্সারি থেকে শুরু করে দশম শ্রেণি পর্যন্ত একটি সুসংবদ্ধ শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে। সিবিএ বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এখানে পাঠদান করা হয় যা ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করে তোলে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন সাগর সিংহ রায়। তার সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও পঠনপাঠনের মান এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতি কেবল মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। এখানে প্রতিটি বিষয়কে ব্যবহারিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

### শিক্ষক ও কর্মীঃ নিষ্ঠার অন্য নাম

যেকোনো বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো তার শিক্ষক মণ্ডলী। বর্তমানে এই অ্যাকাডেমিতে ২২ জন সুদক্ষ শিক্ষক রয়েছেন যারা কেবল পড়ান না বরং প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেন্টর হিসেবে কাজ করেন। ব্যক্তিগত যত্ন বা 'পার্সোনাল কেয়ার' এখানকার মূল মন্ত্র। এছাড়া ৮ জন অশিক্ষক কর্মী রয়েছেন যারা বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডকে মসৃণ রাখতে সাহায্য করেন। মোট ৩০ জন নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর সমন্বয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি বড় পরিবারের মতো পরিচালিত হয়।

অন্যান্য কর্মকাণ্ডঃ শুধু পড়াশোনা নয়, চরিত্র গঠনও

নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমি মনে করে, মানুষের মতো মানুষ হতে গেলে কেবল পাঠ্যবই যথেষ্ট নয়। একজন শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক এবং সৃজনশীল বিকাশ সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যেই স্কুলটি সাজিয়েছে তাদের

### ১. আত্মরক্ষা ও যোগব্যায়ামঃ

বর্তমান সময়ে ক্যারাটে শেখা আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য। ওয়াসিম আকতার এবং সাহারিয়ার হোসেনের দক্ষ তত্ত্বাবধানে এখানকার ক্যারাটে বিভাগটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। ছাত্রছাত্রীরা কেবল লড়াই শিখছে না, শিখছে নিয়মানুবর্তিতা। পাশাপাশি নিয়মিত যোগব্যায়াম তাদের মনকে শান্ত ও শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

### ২. শারীরিক শিক্ষাঃ

সুস্থ শরীরে সুস্থ মন বাস করে। বিদ্যালয়ের বড় খেলার মাঠে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে শারীরিক কসরত ও খেলার সুযোগ পায় শিক্ষার্থীরা। দক্ষ প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য আউটডোর গেমসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে শিক্ষার্থীরা মোবাইল ফোনের আসক্তি কাটিয়ে মাঠের নেশায় মেতে ওঠে।

### ৩. শিল্প ও সংস্কৃতিঃ

বাঙালির মজ্জায় আছে সংস্কৃতি। আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং অঙ্কন শিক্ষার জন্য এখানে রয়েছে বিশেষ ক্লাস। প্রতিটি শিশুর সুপ্ত প্রতিভাকে খুঁজে বের করে তাকে পালিশ করাই এখানকার লক্ষ্য। রং-তুলির টানে বা কবিতার ছন্দে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে শেখে।

বর্ণিল আয়োজনঃ উৎসবের আঙিনায় স্কুল মানে শুধু ক্লাসরুম আর ব্ল্যাকবোর্ড নয়, স্কুল মানে একরাশ আনন্দ। নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমিতে বছরের

বিভিন্ন সময়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা বছরের শুরুতে নতুনদের বরণ করে নেওয়া হয় উষ্ণ ভালোবাসায় আবার প্রাক্তনীর যখন স্কুল ছেড়ে যায় তখন তাদের জন্য আয়োজন করা হয় আবেগঘন বিদায় সংবর্ধনা।

বার্ষিক ক্রীড়াঃ শীতের রোদ গায়ে মেখে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ১০০ মিটার দৌড় থেকে শুরু করে যেমন খুশি সাজো-সব মিলিয়ে এক উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়।

মেধা অন্বেষণঃ কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয় শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান ও যুক্তিবোধ বাড়াতে আয়োজন করা হয় 'ট্যালেন্ট সার্চ' এবং 'অলিম্পিয়াড'। এই পরীক্ষাগুলো শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ যেখানে স্বপ্ন ডানা মেলে অতীতের সাফল্যকে পুঁজি করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন ভবিষ্যতের জন্য আরও বড় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে

উচ্চতর পঠনপাঠনঃ দশম শ্রেণির পর ছাত্রছাত্রীদের যাতে বাইরে যেতে না হয় সেজন্য একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি চালুর বিশেষ পরিকল্পনা চলছে।

নিট ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কোর্সঃ বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন যারা দেখে তাদের জন্য স্কুল চত্বরেই বিশেষ গাইডেন্স বা ফাউন্ডেশন কোর্স করানোর চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছে।

আবাসিক সুবিধাঃ দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত হোস্টেল বা আবাসন তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।

পারিবারিক সম্পর্কঃ প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্মদিন স্কুলে উদযাপন করা এবং ২রা জানুয়ারি 'প্রতিষ্ঠা দিবস'কে কেন্দ্র করে গ্র্যান্ড সেলিব্রেশনের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা।

এক নজরে বিদ্যালয়ের খতিয়ান প্রতিষ্ঠাতা -খাদিকুল ইসলাম ও রাসনাউল আলম প্রতিষ্ঠা সাল-২০১২ বর্তমান ছাত্র সংখ্যা-৯৩০ জন শিক্ষক সংখ্যা-২২ জন অশিক্ষক কর্মী- ৮ জন বোর্ড- (সিবিএসই)

অবস্থান-বংশীহারি, দক্ষিণ দিনাজপুর শ্রেণি বিভাগ-নার্সারি থেকে দশম বংশীহারির মেঠো পথ পেরিয়ে আজ যখন নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমির আধুনিক ভবনটির সামনে দাঁড়ানো যায় তখন গর্বে বুক ভরে ওঠে। প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু করে বর্তমান নেতৃত্ব-সবার নিরলস পরিশ্রমে আজ এই স্কুলটি দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি শিক্ষামূলক স্তম্ভে পরিণত হয়েছে নিছক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নয় বরং সমাজসেবা এবং শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার যে ব্রত খাদিকুল ইসলাম ও রাসনাউল আলম নিয়েছিলেন, তা আজ সফল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত যত্ন, আধুনিক পরিকাঠামো এবং শৃঙ্খলাবোধ-এই তিনের সংমিশ্রণে 'নর্থ ইস্টার্ন ইংলিশ অ্যাকাডেমি' আগামী দিনে কেবল পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতের মানচিত্রে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

# উন্নয়নের 'পাঁচালি' নিয়ে গ্রাম চষে বেড়াচ্ছেন নাসিম

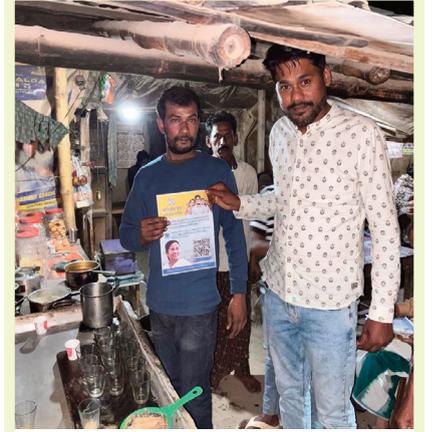
টানা প্রামানিক ।। নয়া জামানা ।। মালদহ

মালদা জেলার রতুয়া ১ নং ব্লক এর রাজনীতিতে 'জনসংযোগ' শব্দটির মাহাত্ম্য অপরিসীম। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মালদা জেলা সবসময়ই এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু। গঙ্গা ও মহানন্দা বিধৌত এই জনপদে রাজনীতির জল অনেক সময় অনেক দিকে গড়িয়েছে। কিন্তু বর্তমানে রতুয়া ১ নং ব্লকে যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে তার মূলে রয়েছে এক টানা এক মাসের মেগা জনসংযোগ কর্মসূচি।

এই কর্মসূচির রূপকার হিসেবে উঠে এসেছেন তরুণ ও বলিষ্ঠ তৃণমূল যুব নেতা নাসিম আখতার লাল। গত এক মাস জুড়ে রতুয়ার ধুলোমাখা রাস্তায় তাঁর পদযাত্রা এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ আজ রতুয়া ব্লকের রাজনীতির অন্যতম হলে আলোচনার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি সাধারণত একদিন বা দুদিনের জন্য হয়। কিন্তু রতুয়া ১ নং ব্লকে যা দেখা গেল তা নিজেরবিহীন। টানা এক মাস ধরে বিরতিহীনভাবে চলেছে এই প্রচার অভিযান উঠে এসেছে সেই সব দুর্গম এলাকার নাম, যেখানে সচরাচর বড় মাপের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পৌঁছাতে সময় নেন। মহানন্দাটোলা, বিলাইমারি, দেবীপুর, কাহালা, রতুয়া, বাহারুল এবং বিশেষ করে চাঁদমনি-১ ও চাঁদমনি-২ পঞ্চায়েত এলাকাগুলোতে এই কর্মসূচির প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। মহানন্দাটোলার মতো প্রত্যন্ত দিয়ারা এলাকায় যখন নাসিম আখতার লালের নেতৃত্বে কয়েকশ যুব কর্মী মিছিল করে পৌঁছান তখন গ্রামের সাধারণ মানুষের চোখে মুখে ছিল এক অদ্ভুত আশার আলো। এই দীর্ঘ এক মাসের কর্মসূচিতে শুধু যে বড় বড় ভাষণ দেওয়া হয়েছে তা নয় বরং প্রতিটি বুথ স্তরে গিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা হয়েছে।

রাজনীতি এখন আর শুধু গগনবিদারী স্লোগানে সীমাবদ্ধ নেই। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে প্রয়োজন সৃজনশীলতা। রতুয়ার এই কর্মসূচিতে সেই আধুনিকতার ছোঁয়া দেখা গেছে। নাসিম আখতার লাল তাঁর এই প্রচারে ব্যবহার করেছেন 'উন্নয়নের পাঁচালি'। বাংলার লোকসংস্কৃতির 'পাঁচালি' স্টাইলে রাজ্য সরকারের গত কয়েক বছরের কাজের খতিয়ান মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে শুরু করে বার্ষিক্য ভাতা এবং ১০০ দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনা সবকিছুই খুব সহজ



ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি 'লক্ষ্মী এলো ঘরে' স্লোগানটি ছিল বিশেষভাবে জনপ্রিয়। প্রতিটি গ্রাম বৈঠকে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির যে পরিবর্তন এসেছে, সেই সাফল্যের কথা প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছেন যুব কর্মীরা।

যেকোনো রাজনৈতিক দলের আসল শক্তি হলো তার কর্মীবাহিনী। রতুয়া ১ নং ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এই দীর্ঘ কর্মসূচির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করা। আমরা জানি, দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলে অনেক সময় কর্মীদের মধ্যে আলস্য বা জড়তা আসে। কিন্তু নাসিম আখতার লালের নেতৃত্বে এই এক মাস ব্যাপী কর্মসূচি সেই জড়তা কাটিয়ে দিয়েছে। শুধু বাইরের প্রচার নয় বরং দলীয় কোন্দল নিরসন এবং বুথ ভিত্তিক কমিটিগুলোকে

শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। গ্রাম বৈঠকগুলোতে কর্মীদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার হতে হবে অত্যন্ত বিনয়। প্রতিটি বুথে 'চলো গ্রামে যাই' স্টাইলে যে নিবিড় জনসংযোগ হয়েছে, তা রতুয়া ১ নং ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

মালদা জেলা একসময় কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই ছবি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। রতুয়া ১ নং ব্লকের এই মেগা প্রচার অভিযান সেই পরিবর্তনের পালে নতুন হাওয়া দিয়েছে। বিরোধীরা যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ তুলতে ব্যস্ত তখন নাসিম আখতার লাল ও তাঁর টিম সরাসরি মানুষের দুরারে গিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রতিটি সভায় তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে

দেখানো হয়েছে যে, বাম বা কংগ্রেস আমলে এই এলাকাগুলোতে রাস্তাঘাট বা পানীয় জলের কী অবস্থা ছিল এবং বর্তমান সরকারের আমলে কী পরিবর্তন এসেছে। এই 'ফ্যাক্ট-বেসড' বা তথ্যনির্ভর রাজনীতি সাধারণ ভোটারদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। বাহারাল বা কাহালা মতো এলাকাগুলোতে যেখানে বিরোধীদের কিছু পকেট ছিল সেখানেও এই কর্মসূচির পর ফাটল ধরেছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা।

এই পুরো যজ্ঞের প্রধান হোতা নাসিম আখতার লাল। একজন যুব নেতা হিসেবে তিনি যেভাবে রতুয়ার প্রতিটি অলিতে-গলিতে নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন তা প্রশংসনীয়। তাঁর বক্তৃতায় যেমন ছিল বাঁধ, তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় ছিল এক অদ্ভুত নম্রতা। কর্মীদের সঙ্গে তাঁর মিশে যাওয়ার ক্ষমতা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির

মধ্যেও শান্ত থেকে সংগঠন পরিচালনা করার দক্ষতাই তাঁকে বাকিদের থেকে আলাদা করেছে। তাঁর যে নিরলস পরিশ্রমের কথা ফুটে উঠেছে তা আগামী দিনে রতুয়ার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় যোগ করবে।

রতুয়া ১ নং ব্লকের এই এক মাসের টানা কর্মসূচি কেবল একটি রাজনৈতিক প্রচার ছিল না এটি ছিল মানুষের কাছে ফেরার এক অঙ্গীকার। মহানন্দার পাড় থেকে শুরু করে চাঁদমনির সীমান্ত পর্যন্ত যে আওয়াজ উঠেছে তা হলো উন্নয়নের জয়গান। নাসিম আখতার লালের নেতৃত্বে যুব সমাজ আজ জাগ্রত। তারা বুঝেছে যে, রাজনীতির শেষ কথা হলো মানুষের সেবা। এছাড়াও লক্ষ্মী এলো ঘরে ও খেলা হবে কর্মসূচি পালিত হয় রতুয়া ১ নং ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সব মিলিয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেসকে সংগঠিত ও চাঙ্গা করতে রতুয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নাসিম আখতার লাল।